সংবাদ

তারিখ ... 07 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ .....

অরক্ষিত ইবি ক্যাম্পাস

গেট আছে সিকিউরিটি নেই

প্রতিনিধি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট ছাড়া কোন গেটেই কোন সিকিউরিটি ব্যবস্থা নেই। যার ফলে বহিরাগতরা অবাধে প্রবেশ করছে ক্যাম্পাসে। এছাড়াও অনায়াসেই বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে প্রাণঘাতী সব মাদক দ্রব্য। কিন্তু এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন নজর নেই।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকলেও অন্য কোন গেটে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট ছাড়া ইবি থানা গেট, ৩ নম্বর গেট, লালন শাহ হল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের পকেট গেটে সিকিউরিটির কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও স্থানীয় এলাকাবাসী নিজেদের সুবিধানুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের পশ্চিম পাশের সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে ক্যাম্পাসে প্রবেশের একটি রাস্তা তৈরী করেছে। এসব অরক্ষিত গেট দিয়ে অনায়াসেই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছে বহিরাগতরা।

তারা ক্যাম্পাস অভ্যন্তরে মাদক দ্রব্য গ্রহণ, মেয়েদের ইভটিজিং, জুয়া খেলাসহ বিভিন্ন অপকর্ম করে থাকে। এছাড়াও এসব অরক্ষিত গেট থেকে প্রবেশ করছে মরণ নেশা ইয়াবা, গাঁজা, ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন রকমের মাদক দ্রব্য, যা খুবই পরিকল্পিতভাবে সুকৌশলে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মাঝে। খোঁজ নিয়ে দেখাগেছে মাদকদ্রব্য বহনকারীরা অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিজীবি এছাড়া তাদের সাথে স্থানীয় চরপন্থীদেরও যোগসাজশ রয়েছে। এদিকে বহিরাগতরা এসব অরক্ষিত গেট দিয়ে প্রবেশ করে শেখ হাসিনা হল সংলগ্ন আমলকি বাগান, ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা মফিজ লেকে তারা অবাধে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে ও জুয়া খেলে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। গাড়ি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য শুধুমাত্র মেইন গেট ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু শীতকালে ফুটবল মাঠ শুকনো থাকায় বহিরাগতরা অবাধে থানা গেট দিয়ে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করছে।

এছাড়াও বহিরাগতরা তাদের প্রবেশের সুবিধার্থে লালন শাহ হলের পকেট গেটের একাংশ ভেঙে নিয়ে গেছে। সেখান থেকেও অবাধে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করছে তারা। বহিরাগতরা এসব অরক্ষিত গেট দিয়ে মটরসাইকেল নিয়ে প্রবেশ করে এবং ক্যাম্পাস অভ্যন্তরে তারা হাই স্পিডে মটরসাইকেল চালায়। ফলে প্রায়ই শিক্ষার্থীরা মটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। এছাড়াও স্থানীয়রা এসব অরক্ষিত গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে গরু-ছাগল প্রবেশ করায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা নিশ্চিত করেছে। এসব গরু-ছাগলের বর্জ্যের গন্ধ প্রায়ই শিক্ষার্থদের অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলে। অবাধে বহিরাগতরা এসব অপকর্মে লিপ্ত থাকলেও এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন নজর নেই। এ বিষয়ে প্রক্টর প্রফেসর ড. মাহবুবর রহমান বলেন, "আজই নিরাপত্তা কমিটির একটি মিটিং করেছি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলা হয়েছে। আশা করছি খুব শিগগিরই সুফল পাওয়া যাবে।"